তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৪

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো এক হাজার ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে সরকার**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর):

আজ ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজার ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে ৭০ লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো এক হাজার ক্রীড়াবিদকে ৭ হাজার টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে ।

চেক বিতরণকালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা দুর্যোগের শুরু থেকেই আমরা আমাদের ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠকদের মানবিক সহায়তা করার চেষ্টা করে আসছি। প্রথম পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে এক হাজার ক্রীড়াবিদকে এক কোটি টাকা দিয়েছি। আমরা বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সাংবাদিক সংগঠনের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করেছি। এছাড়াও দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অসহায় হয়ে পড়া ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আমরা ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকার চেক বিতরণ করেছি। আজ তৃতীয় ধাপে আমরা এক হাজার হাজার ক্রীড়াবিদ আরো ৭০ লাখ টাকা প্রদান করছি।

উল্লেখ্য, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেলের উদ্যোগে দেশব্যাপী অসহায় ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, রেফারি, কোচসহ অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সহায়তা করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও ক্রীড়াবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৩

**বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ৪২.০৯ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ জাতির জন্য উপহার**

**-- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর):

করোনার মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। কঠিন সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করেছে। অর্থনীতির চাকাকে বেগবান রাখতে বড় অবদান রাখছে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেও শুধু ডিসেম্বরের ১৪ দিনে ১ দশমিক ০৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত অর্থবছরের ঠিক এই সময়ে যা ছিল ৮৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-নভেম্বর পাঁচ মাসে মোট ১০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স এসেছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স এসেছে দেশে। প্রবাসী আয়ের এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার জন্য সরকারের সময়োপযোগী ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাসে এযাবতকালের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪২ দশমিক ০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত এক বছরে রিজার্ভ বেড়েছে ১ হাজার কোটি ডলারের বেশি। গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর রিজার্ভ ছিল ৩২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। গত ২৯ অক্টোবর তা প্রথমবারের মতো ৪১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। এবং মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে তা দাড়িয়েছে ৪২ দশমিক ০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ডে। রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ।

এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪২ দশমিক ০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখবর। এটি দেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বিজয় দিবসের প্রাক্কালে এ ঘটনা অবশ্যই জাতির জন্য একটি উপহার। অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯-এর সংকটের মধ্যে আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধারা কষ্ট করে অর্থ প্রেরণ করে আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল রেখেছেন। চলতি ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রবাসী আয় এসেছে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে সরকারের এ অভূতপূর্ব সাফল্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ অর্জন সেই সকল প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি বিজয় দিবসের প্রাক্কালে সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬২

**ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করাই হবে আগামী সভ্যতার টিকে থাকর হাতিয়ার**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল রূপান্তরের কারণে প্রচলিত প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা আগামী দিনের পেশার কাজে লাগবেনা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি, বিগডাটা, রোবটিকস, ব্লকচেইন ইত্যাদি প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করাই হবে আগামী দিনের সভ্যতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। এই লক্ষ্যে প্রচলিত পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিরূপণসহ প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও ইনস্টিটিউটসমূহে ই-ট্রেনিং ও সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফরম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমাত্রিক সেবার অনলাইন ভিত্তিক পরিচালনা, কেন্দ্রিয় মনিটরিং ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: আখতার হোসেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেন, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সাহাব উদ্দিন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আকতারুজ্জামান খান কবির অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে যুগান্তকারী একটি উদ্যোগ। এই উদ্যোগের সাথে টেলিটক প্রযুক্তিগত সমর্থন উদ্যোগটির সফলভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। এই ব্যাপারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিটিসিএল, সাবমেরিন ক্যাবল কিংবা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সহযোগিতার প্রয়োজন হলেও আমরা সেক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পিছপা হবো না। বাংলাদেশে যাতে ডিজিটাল কোনো বৈষম্য না থাকে সে লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে দেশে কম্পিউটার বিপ্লবের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার বলেন, মানুষের দোরগোড়ায় উচ্চগতির ইন্টারনেটে পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসন বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা শুধু নেটওয়ার্কই পৌঁছে দেব না, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস সহজলভ্য করতে কাজ করছি।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন। তিনি দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬১

**বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ**

**পেয়েছেন সিনিয়র সচিব (অব.) শ্যাম সুন্দর সিকদার**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদারকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর (বিটিআরসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ আদেশ জারি করা হয়।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের থেকে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে বিটিআরসির কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান পূর্বক তাকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদা এবং সকল সুবিধা ভোগ করবেন।

#

শিবলী/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬০

বঙ্গবন্ধু'র সমসাময়িক অনেকই ছিলেন কিন্তু জাতির পিতা কেউ হতে পারেনি

-- শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

বঙ্গবন্ধু'র সমসাময়িক অনেকই ছিলেন কিন্তু জাতির পিতা কেউ হতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহ্মুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এমন কোনো জায়গায় নেই যেখানে বঙ্গবন্ধু'র ছোঁয়া নেই। শিল্প সাহিত্যসহ আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ এর আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ১০০ জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মহান বিজয় দিবস-বিজয় পদক ও প্রজন্ম ৭১ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহ্মুদ হুমায়ূন মন্তব্য করেন। রাজধানীর পরিবাগ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আজ বিকেলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা। এতে অন্যদের মধ্যে কবি মজিদ মাহমুদ, ছড়াশিল্পী ফারুক হোসেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহজাহান মৃধা এবং প্রধান আলোচক হিসেবে কবি শ্যামসুন্দর সিকদার ও শিশুসাহিত্যিক সুজন বড়ূয়া উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'এ বিজয় মুজিবময়' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ এর প্রধান সমন্বয়ক আসলাম সানী।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা সব সময় গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেছেন, যে কারণে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে, জাতির পিতা তা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে ম্লান করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই, তিনি চিরকালই থাকবেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নয়নের সকল রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করে গিয়েছিলেন। জাতির পিতার এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৯

**৬১ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) এর গেজেট প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর):

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬১ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার।

গেজেটে প্রকাশিত ৬১ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) এর তথ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

মারুফ/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৮

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের**

**মধ্যে কর্পোরেট ডিজিটাল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট সমঝোতা স্মারক স¦াক্ষর**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং টেলিটকের মধ্যে কর্পোরেট ডিজিটাল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক সমঝোতা স্মারক স¦াক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ।

মন্ত্রী বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে এ সমঝোতা স্মারক স¦াক্ষর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দেশের যুব উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যুব উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবর্ধক প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। তবে কোভিড পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে অনলাইনভিত্তিক ট্রেনিং চালু করতে টেলিটকের সাথে ‘ই-ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম’ স্থাপন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: আখতার হোসেন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহাবউদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ আফজাল হোসেন। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৭

**সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিবের**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ।

আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মেরিন হোয়াইট ফিস ট্রলার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এক্স-ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে ‘সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০’ নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মৎস্য সচিব এ আহ্বান জানান।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় আমরা বাংলাদেশের প্রায় সমআয়তন সমুদ্রসীমা জয় করতে পেরেছি। তাঁর নেতৃত্বে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। মৎস্য সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করাই এ আইন ও সরকারের উদ্দেশ্য।’

নতুন প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য আইন নিয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, ‘মৎস্য আইনের বিধি-বিধান দিয়ে কেউ যাতে হয়রানি না হয়, কোনো অনিয়ম যাতে না হয় এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।’ এ সময় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে সরকারের কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দেন দুই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

ইফতেখার/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৬

**ড্রাগন সুয়েটারের সমস্যার সমাধান করলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের আন্তরিকতা প্রচেষ্টায় ড্রাগন সুয়েটার লিঃ এর দীর্ঘদিনের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান হয়েছে।

আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকার, ড্রাগন সুয়েটার কর্তৃপক্ষ, তৈরি পোশাক শিল্পের সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভায় দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের সমোঝতায় এ সমস্যার সমাধান করা হয়।

সভাপতির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ড্রাগন সুয়েটারে কর্মরত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা কি হিসেবে প্রদান করা হবে এ নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে মালিক শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন এর পর পরই বাংলাদেশ শ্রমিক আইনে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা নিয়ে ড্রাগন সুয়েটারে সমস্যা দেখা দিলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে উভয় পক্ষ বেশ কয়েকবার বৈঠকে সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় গত ১ ডিসেম্বর শ্রম প্রতিমন্ত্রী সরকার, মালিকদের সংগঠন এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে দিয়ে কমিটি করে দিয়েছিলেন। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের লাভালাভের বিষয়টি মাথায় রেখে শ্রম আইনের আলোকে সুষ্ঠু সমাধান করা হয়েছে। ড্রাগন সুয়েটার কর্তৃপক্ষ খুব দ্রূতই শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করবেন বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব ড. রেজাউল হক, শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মোঃ শামসুল আলম খান, ঢাকা জেলার উপ-মহাপরিদর্শক মোঃ সালাহ উদ্দিন, বিকেএমইএ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম, ড্রাগন সুয়েটারের মালিক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, বিজিএমইএ এর পরিচালক এ এন এম সাইফুদ্দিন, শ্রমিক নেতা মন্টু ঘোষ, জলি তালুকদারসহ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৫

সরকারি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে

-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা মহামারিতে সরকার সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। এতে কেবল দেশের মানুষই নয়, গোটা বিশ^ই আমাদের দেশকে প্রশংসা করছে। কাজেই সরকারি কর্মকর্তাদেরও জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গুণাবলি অর্জন করতে সচেষ্ট হতে হবে। তাহলে, দেশই সবার আগে লাভবান হবে।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ আয়োজিত ‘জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২০’উপলক্ষে পুরস্কার ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূরের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল মান্নান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৪

**নতুন প্রজন্মকে বই পড়ায় উৎসাহী করে গড়ে তুলতে হবে**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নতুন প্রজন্মকে বই পড়ায় উৎসাহী করে গড়ে তুলতে হবে।

আজ ঢাকায় পরিবহন পুল ভবনে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনশীল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগামীদিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক বই পড়ায় আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে।

জনপ্রশাসন সচিব শেখ ইউছুফ হারুনের সভাপতিত্বে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কমিশনার মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫৩

জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত

**১৭ ডিসেম্বর থেকে পবিত্র জমাদিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র জমাদিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ফলে আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর বুধবার পবিত্র রবিউস সানি মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে পবিত্র জমাদিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু হবে।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মোঃ ফরিদুল হক খান।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আনিস মাহমুদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াস মেহেদী, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসও আবু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আবদুর রহমান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক মুহা. নেছার উদ্দিন জুয়েল, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার বিভাগীয় প্রধান মোঃ হারুন আর রশিদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহীজামে মসজি দেরখতীব মাওলানা শেখ নাঈম রেজওয়ান উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫২

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই

-- সমবায় প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সেবা সরবরাহে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

আজ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লার ‘প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সফটওয়্যার’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটালাইজড প্রযুক্তি সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। মধ্যম ও উন্নত দেশের নাগরিকের চাহিদার দিকে মনোনিবেশ করে আমাদের সেবা প্রদান সিস্টেমকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ এখন হতেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে আকাক্সক্ষা ও চাহিদা নিয়ে বড় হচ্ছে তাদের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করতে হলে ডিজিটালাইজড পদ্ধতি প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, জাতির পিতার সোনার বাংলা গঠনের মূল দর্শন ছিল শোষণ ও বঞ্চনাহীন আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠন; যেখানে প্রতিটি মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করবে। সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির সামনে উন্নয়নের মাইলফলক উপহার দিয়েছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা নিয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ডের মহাপরিচালক মোঃ শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব মোঃ রেজাউল আহসান, এ টু আই এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, ফরহাদ জাহিদ শেখ, চিফ ই-গভার্নেন্স স্ট্রাটেজিষ্ট, ডিজিটাল সার্ভিস এটুআই, আইসিটি বিভাগসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ।

#

আহসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫১

**স্থগিত হওয়া চতুর্থ বর্ষ অনার্স পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনৈ ২০১৯ সালের অনার্স চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষা করোনা (COVID-19) এর কারণে স্থগিত হওয়া অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০২১ থেকে শুরু হয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

এ পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে শুরু হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ([www.nu.ac.bd](http://www.nu.ac.bd)) থেকে জানা যাবে।

#

ফয়জুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫০

**বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিরল শহরের উপকণ্ঠে আউটডোর-ইনডোর ব্যবস্থাসহ একটি স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। যেখানে মহিলা খেলোয়াড়রা ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস এবং বাস্কেটবলসহ ইনডোর খেলাগুলো করতে পারবে। তিনি বলেন, গত ১০ বছরে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযেগিতা হয়, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলো হচ্ছে। জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিরল পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিরল মৌসুমী ক্রীড়া চক্রের উদ্যোগে দু’মাসব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও বিরল মৌসুমী ক্রীড়া চক্রের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফিকের সভাপতিত্বে বিরল উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও যুবলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, বিরল উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার জাবের মোঃ সোয়াইব, বিরল থানার অফিসার ইনচার্জ নাসিম হাবিব, বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিরল পৌর মেয়র আলহাজ¦ সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়, মৌসুমী ক্রীড়া চক্রের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

পরে প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুর জেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের চলমান ও বাস্তবায়িত প্রকল্প নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বৈঠক করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দিনাজপুর জেলায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলমের সভাপতিত্বে মনোরঞ্জনশীল গোপাল এমপি, অ্যাডভোকেট জাকিয়া তাবাসসুম এমপিসহ সরকারি কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৯

**ইতিহাসের স্বার্থে ১৯ মার্চের সশস্ত্র প্রতিরোধের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়েছিল ’৭১ এর ১৯ মার্চ গাজীপুরে। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় এ প্রতিরোধ যুদ্ধ মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইতিহাসের স্বার্থে ১৯ মার্চের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

আজ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ১৫ ডিসেম্বর গাজীপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে ‘ঊনিশে মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটি’ আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সভায় ২০২১ সালে ১৯ মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এ সময় পৃথিবীর সকল মুসলিম প্রধান দেশে ভাস্কর্য আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই ভাস্কর্য আছে। গাজীপুরেও প্রথম প্রতিরোধের ভাস্কর্য ১৯৭২ সাল থেকে আছে। সেসব ভাস্কর্য নিয়ে কখনও কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু জাতির পিতার ভাস্কর্য নিয়ে তারা কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি জাতি এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করে প্রতিহত করবে।

আলোচনা সভায় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য শামসুন নাহার, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী মোজাম্মেল হক, গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট রীনা পারভীন, বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরাম-বিজেআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সভাপতি লায়ন গণি মিয়া বাবুল, গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি এম এ সালাম শান্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৮

**সিটি কর্পোরেশনের মতামত নিয়ে ড্যাপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও ড্যাপের আহ্বায়ক মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়েই ড্যাপ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-ড্যাপ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্ল্যানারস-এর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, রাজধানীর উন্নয়নে গৃহীত ড্যাপ বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই সিটি কর্পোরেশনকে অন্তর্ভুক্ত করেই কাজ করা হবে। কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, নগরীকে বসবাসের উপযোগী, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশসহ অন্যান্য উপাদান যাতে সংরক্ষিত হয় এসব বিষয় মাথায় রেখে ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরের ক্ষতি হয় অর্থাৎ বসবাসের অনুপযোগী হয় এমন কাজ আর করতে দেওয়া হবে না।

এর আগে মন্ত্রী ঢাকা শহরকে বসবাসযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা এবং ভবিষ্যতে যাতে নতুন সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে মতামত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্ল্যানারস-এর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ কমার্সের সভাপতি ড. আকতার মাহমুদসহ প্রতিষ্ঠানের নগর পরিকল্পনাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৬

**বিএনপি’র উচিত পদ্মাসেতুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘পদ্মাসেতু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং বিএনপি’র উচিত পদ্মাসেতুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো।’

আজ সচিবালয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ মারিন শুহ (Jean Marin Schuh) এর সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব খাজা মিয়া ও ফরাসি দূতাবাসের ইকোনোমিক কাউন্সিলর পিয়েরে-হেনরি লেফোঁ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্য ‘মনে হয় পদ্মাসেতুর তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি’ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, ‘পদ্মাসেতু অবশ্যই একটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সম্পত্তি রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করেছেন। আজকে পদ্মাসেতু দৃশ্যমান, পদ্মাসেতুর মাধ্যমে আজকে পদ্মার দুই কূল-দুই পাড় সংযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ পদ্মাসেতুর কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।’

‘কিন্তু এই পদ্মাসেতু যাতে না হয়, সেজন্য বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের সাথে বিএনপিও যুক্ত ছিল’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবের দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ পদ্মাসেতু করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। অর্থাৎ খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন। এবং এটাও বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ যদি জোড়াতালি দিয়ে কোনো সেতু বানায়ও সেটার ওপর দিয়ে কেউ যাবে না। সেজন্যই প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, বিএনপি কি সেতুর ওপর দিয়ে যাবে না নিচে দিয়ে যাবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘ফখরুল সাহেবের কথায় মনে হচ্ছে তারা ওপর দিয়েই যাবে, এটি ভালো, তবে ওপর দিয়ে যাওয়ার আগে তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য ক্ষমা চেয়ে সরকারকে একটা ধন্যবাদ দেয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র, নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও আজকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, পদক্ষেপ এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু প্রায় নির্মিত হয়ে গেছে।’

‘জিয়ার আমল থেকেই পদ্মাসেতু নির্মাণ শুরু হয়েছে’ এ ধরণের মন্তব্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, ‘মোগল আমল-সুলতানী আমল থেকেই দেশে সেতু নির্মাণ শুরু হয়েছে। আর জিয়াউর রহমানের আমলে কিছু রাজনৈতিক নেতাদের কেনাবেচা হয়েছে। সেই সময় একটি ধনী শ্রেণি ও ব্যাংক লুটেরা তৈরি করে বিএনপি সমর্থিত ব্যবসায়ী-বিএনপি নেতাদেরকে ব্যাংক থেকে লোন দেয়া শুরু হয়, যে লোন শোধ করা হয় নাই। অর্থাৎ লুটপাটটা শুরু হয়েছিল জিয়ার আমলে আর তার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে খালেদা জিয়ার আমলে।’

পাতা/২

এ সময় ভাস্কর্য নিয়ে অন্যদের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনায় বসার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ‘রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে কারো সাথেই বসতে পারেন। যারা নিজের জন্মের তারিখ বদলে দিয়ে ১৫ আগস্ট কেক কাটে, তাদের সাথেও সরকার বসেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বসেছেন। যারা সরকারকে প্রতিদিন টেনে নামিয়ে ফেলার হুমকি দেয়, তাদের সাথেও আমরা বসেছি।’

এখানে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সরকার বিভিন্ন মতের মানুষের সাথে বসতেই পারে। এটি গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং যারা ভাস্কর্য ইস্যুতে বিরূপ মন্তব্য করছেন, তাদের সাথে সরকার বসতেই পারে। কিন্তু বিভিন্ন মত মতের সাথে বসা মানে এই নয় যে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আমাদের অবস্থান অপরিবর্তিত এবং সমস্ত মৌলবাদী অপশক্তি, যারা এই দেশটাকে পিছিয়ে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি-ঐক্য-সংহতি নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে। সকল ইসলামী দেশসহ সারাবিশ্বের মতো এখানে এই দেশে শত শত বছর ধরে ভাস্কর্য ছিল, আছে এবং থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যও নির্মিত হবে।’

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দু’দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, একইসাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে এবং বাংলাদেশে ফরাসি বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি।’

‘এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং আইপিটিভিসহ নানা ইন্টারনেটভিত্তিক প্রচার মাধ্যমের কারণে ইউরোপও যে নানাভাবে অনেক সময় গুজব, বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়, যেগুলো আমাদের দেশেও ঘটে, তার প্রতিকারে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কি ধরণের আইন-নীতিমালা আছে বা প্রণয়ন চলছে, সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি’ জানান মন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর)

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ হাজার ৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮৭৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯৪ হাজার ২০৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ১২৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ২৬ হাজার ৭২৯ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৪

**প্রধানমন্ত্রীর জীবন ও কর্মভিত্তিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে বার্তাসংস্থা ইউএনবি এবং কসমস গ্যালারির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে রাজধানীর মালিবাগে ইউএনবি’র কার্যালয়ের কসমস গ্যালারিতে ‘শেখ হাসিনা- অন দ্য রাইট সাইড অভ দ্য হিস্ট্রি’ শীর্ষক দু’মাসব্যাপী এই প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে আজকে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণের পথে অদ্যম গতিতে এগিয়ে চলেছে। আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক। যখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসর-অনুসারীরা বাংলাদেশে আস্ফালন করে, তখন এই শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য শেখ হাসিনা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।’

কোনো কিছু লেখা অনেক সহজ, বলা আরো সহজ কিন্তু ছবি আঁকা অনেক কঠিন কারণ প্রথমে হৃদয়ে ধারণ করতে হয়, তারপর ছবি আঁকতে হয়, উল্লেখ করে যারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হৃদয়ে ধারণ করে ছবিগুলো এঁকেছেন, তাদের সেই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার জন্য তাদের ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান তথ্যমন্ত্রী।

ইউএনবি চেয়ারম্যান এনায়েতুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কসমস গ্যালারির পরিচালক সেলিনা এনায়েত।

দেশের ৩১জন চিত্রশিল্পীর ৩১টি চিত্রকর্ম নিয়ে দু’মাসব্যাপী এই প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উন্মুক্ত রয়েছে।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪৩

**জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে**

**মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

‘তুমি বাংলার মহান স্থপতি জাতির সূর্যোদয়, তোমার সাহসে বিজয়ী মানুষ আমরা করি না ভয়।’ মহান বিজয় দিবসে জাতির পিতা ও বীর শহিদদের প্রতি বিনম্্র শ্রদ্ধা শীর্ষক উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনযোগ্য ডিজিটাল/এলইডি স্ক্রিনে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪২

**মহান বিজয় দিবসে ভিআইপিগণ ও আগত অতিথিবৃন্দ স্মৃতিসৌধ**

**ত্যাগ না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে সাভার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ভিআইপিগণ ও আগতঅতিথিবৃন্দ স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাতীয় স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

দেবাশীষ/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪১

**পদ্মা সেতুর টোল এখনও চূড়ান্ত হয়নি**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতুর টোল হার নিয়ে যে অপপ্রচার চলছে তা সেতু বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। টোলের হার নির্ধারণের বিষয়টি অপপ্রচার এবং গুজব। পদ্মা বহুমুখী সেতুর টোল হার এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

টোলের হার নির্ধারণ করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরে টোল হার নির্ধারণে পদক্ষেপ নেয়া হবে। টোলের হার নির্ধারিত হলে জনগণকে অবহিত করা হবে।

এধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সেতু বিভাগ।

#

ওয়ালিদ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৯

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন: আবদুল মান্নান, সবুজ সরকার, মাইনুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন সৈকত, মো: তামজিদ ইসলাম তন্ময় মোল্লা।

গতকালের কুইজে ৭০ হাজার ১৮১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/আসমা/২০২০/১৩৪৫ ঘণ্টা

Handout Number : 4838

**Prime Minister's message on the Great Victory Day and National Day**

Dhaka, (15 December) :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Great Victory Day and National Day :

“Today is 16 December, our Great Victory Day and National Day. This is one of the glorious days of the Bangalee Nation. Responding to the clarion call of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee Nation earned ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggles and a nine-month bloody war against the Pakistani occupation forces. I extend my sincere greetings and warm felicitations to the countrymen marking the 50th Victory Day. I also express deep gratitude to those countries and persons who helped us by various means during our War of Liberation.

I pay deep homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 3-million martyrs, 2-hundred thousand dishonored women and the bravest sons of the soil- our freedom fighters, for whose supreme sacrifices we have got an independent and sovereign Bangladesh.

The Bangalee nation started movement for independence through Language Movement of 1948-1952, Education Movement of 1962, 6-Point Demand of 1966, and 11-point Movement and Mass Upsurge of 1969 under the undaunted leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. The Awami League secured an absolute majority in the general elections of 1970. However, Pakistani Military Junta did not allow the Bangalee Nation to assume power. The Father of the Nation realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee Nation would not be ended without achieving independence. Accordingly, on the historic 7 March of 1971, he in front of a million of people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, ‘The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence.’ At the call of Bangabandhu Sheikh Mujib, country-wide non-cooperation movement began. Preparation for waging armed struggle also continued.

On the fateful night of 25 March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. At the early hours of 26 March, Bangabandhu declared independence of Bangladesh. Formal War of Independence began. The first government of the People’s Republic of Bangladesh formed with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as the Vice-President and Tajuddin Ahmad as the Prime Minister was sworn-in on 17 April 1971 at the historic Mujibnagar and led the Liberation War. The valiant freedom fighters earned ultimate victory on 16 December 1971 by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators- Razakar, Al-Badr and Al-Sham. We got our red-green flag.

Please Turn Over

-2-

When Bangabandhu Sheikh Mujib had engaged himself in rebuilding the war-ravaged Bangladesh, the anti-liberation war criminal cliques assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975. Through this heinous killing, they initiated the politics of killings, coup and conspiracy and blocked trial of Bangabandhu’s killers through promulgating Indemnity Ordinance; thwarted democracy by declaring Martial Law; distorted the glorious history of Liberation War; destroyed its spirit; tailored the Constitution and restricted the freedom of the press. Later, the BNP-Jamat alliance government continued this trend.

Today’s Bangladesh is a self-reliant Bangladesh. During 1996-2001 and the tenures of successive Awami League governments from 2009 to date, Bangladesh has made incredible socio-economic progress. Per capita income rose from US $543 in 2005-06 to US $2,085 now. Bangladesh has qualified to graduate to a developing country. We have made substantial progress in every field, including macroeconomics, agriculture, education, health, communications, information technology, infrastructure, power, rural economics and diplomacy. Various mega projects, including Padma Bridge, Metro Rail and Elevated Expressway are being implemented in road, rail, sea and air communication sector. With the launch of Bangabandhu Satellite-1, we have joined the list of Satellite technology savvy countries as the 57th nation in the world. Bangladesh today is one of the top five countries in the world in terms of economic progress; a country of ‘Role model’ of development. We have relentlessly been working to turn Bangladesh into a developed-prosperous country by 2041. We have started the implementation of the world’s first 100-year 'Delta Plan 2100'.

Our government has adopted 'Zero Tolerance' policy to combat militancy, terrorism, repression on women and drugs menaces. We have established the rule of law in the country by executing the verdicts of the killers of the Father of the Nation. The verdicts of war criminals are being executed to rid the nation of stigma. We have peacefully resolved the land boundary issue with India. We have also peacefully resolved maritime boundaries with India and Myanmar. Bangladesh has been playing a commendable role in various international forums and in establishing world peace.

UNESCO has joined Bangladesh in celebrating the birth centenary of the Father of the Nation. Next year we will celebrate the golden jubilee of our Independence. Inspired by the spirit of the great War of Liberation, let us unite against all communal evil forces and thwart any conspiracy against the country, democracy and the government. In the midst of the Coronavirus pandemic, we must follow the health guidelines, and play our due role in maintaining the country's development, progress and continuity of democracy. May this be our firm pledge on this great Victory Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Emrul/ Parikshit/Zulfikar/Subarna/Masum/2020/1051 hours

Handout Number : 4836

**President's message on the occasion of Great Victory Day and National Day**

Dhaka, 15 December :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Great Victory Day and National Day :

"December 16th is our great Victory Day. On this day in 1971, we achieved our long-cherished victory after a long struggle and bloodshed war. On the eve of the joyous victory day, I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living at home and abroad.

In the history of eternity, Independence is the greatest achievement of the Bangali nation. It enabled us to achieve a sovereign country, independent nationhood, a sacred constitution, own map and a red-green flag. However, it was not too easy to attain in a day. Behind the achievement, there was a prolonged history of deprivation, sanguinary struggle and supreme sacrifice of our people. The seeds of independence that was sown in the Language Movement in 1952 subsequently came into being on 26 March in 1971 through the proclamation of Independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation. The final victory was achieved through a nine-month long war of liberation against Pakistani invading forces under Bangabandhu’s leadership and guidance on 16 December in 1971.

Today, I recall with profound respect Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangali of all time. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the war of liberation for the cause of country’s independence. I remember with gratitude the four national leaders who led the government during the war of liberation on behalf of Bangabandhu. I also pay my respect to the people of all walks of life, including the heroic freedom fighters, the organisers and supporters of the liberation war, foreign friends, war-wounded individuals and members of the martyrs' families, who directly and indirectly contributed to our victory. The nation recalls their contributions with utmost respect.

The aims of our independence were to attain political sovereignty as well as people’s economic emancipation. Returning to the newly independent country after being freed from Pakistan’s prison, Father of the Nation Bangabandhu started his journey for achieving economic self-sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-ravaged country, keeping the aims of independence in mind. He called for an agricultural revolution and launched a movement against corruption, black marketeers, profiteers and looters. But the progress of country's democracy and development came to a halt after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his near and dear ones being committed by a group of anti-liberation forces on August 15, 1975. Subsequently, the autocratic and undemocratic government was emerged.

Overcoming various ups and downs, now a democratic government has been established in the country. With the spirit and values of our liberation war and independence, the Government under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has taken ‘Vision 2021’, ‘Vision 2041’ and hundred-year long ‘Bangladesh Delta Plan 2100’ to materialise the unfinished tasks of Bangabandhu. The objectives of these plans are to attain the targets of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 and to turn Bangladesh into a developed and prosperous country by 2041 respectively. Despite various adversities, sustained economic growth in recent years is continuing due to manifold public welfare-oriented programmes being implemented by the government. Country is advancing in every socio-economic index, including health, education,

-2-

women's empowerment, etc. The per capita income and average life expectancy of our people has also increased. Bangladesh, in the meantime, has been recognised as a developing country from a least developed country.

The construction work of the Padma Bridge, which is being constructed by our own resources, is about to completion. Besides, some mega projects like Metro Rail, Payra Sea Port, Karnaphulli Multipurpose Tunnel, Elevated Expressway, Rooppur Nuclear Power Plant are being implemented. Bangladesh is now a proud member of the elite satellite club through launching the Bangabandhu-1 Satellite into space. All-out cooperation as well as a positive change of outlook of our people is imperative to take this ongoing development trend forward.

Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle of ‘Friendship to all, malice towards none’ as enunciated by Father of the Nation. Bangladesh believes in world peace and harmony. Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcibly displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. We believe in a peaceful resolution of the crisis. I urge the UN and the international community including Myanmar to take immediate effective measures to settle the problem permanently. Our expatriate Bangladeshis are making a significant contribution to the national economy by sending their hard-earned remittances to the country. The nation acknowledges their contribution with gratitude.

The global epidemic COVID-19 has put human civilization to the brink of one of the worst disasters in history. Everyday thousands of people are adding to the procession of death and being infected. The economy of the whole world has collapsed; billions of people have become unemployed. Bangladesh is no exception. Bangladesh is successfully coping with the Corona situation, due to the 31-point directives and the timely decision given by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and tireless efforts of all concerned to deal with this unexpected situation. To win the Corona War, I call upon the people to follow health guidelines properly.

The whole nation is celebrating ‘Mujib Year 2020’, the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in a befitting manner this year. The Golden Jubilee celebration of our independence will be observed in 2021. Observing the two magnificent and landmark events with the participation of all, irrespective of party affiliation, I believe, will add a new dimension to the history of Bangali. We shall have to give institutional shape to democracy and the political parties will have to nurture the culture of mutual respect and of tolerance of others’ opinion in order to deliver the benefits of independence at people's doorstep, which attained through the sacrifice of millions of martyrs. Let us contribute more from our respective position in implementing the spirit and values of war of liberation and take the nation towards the path of development and prosperity. Let our country turn into ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal) as dreamt of by our Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman. It is my expectation on the great Victory Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Parikshit/Zulfikar/Subarna/Asma/2020/1030 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৫

**মহান বিজয়** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অর্জন করি। বিজয়ের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

মহাকালের ইতিহাসে স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জন আমাদের এনে দিয়েছে একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে বীজ উপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমি আজ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোর, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার ‘ভিশন ২০২১’, ‘ভিশন ২০৪১’ এবং শতবর্ষ মেয়াদি ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জাতিসংঘ ‘টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বেড়েছে মাথাপিছু আয়, গড় আয়ুষ্কাল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী   
বহুমুখী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ ধারাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন।

চলমান পাতা/২

-২-

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’, জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস মানবসভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। প্রতিদিনই মৃত্যু ও আক্রান্তের মিছিলে যোগ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মুখ থুবড়ে পড়েছে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি, কর্মহীন হয়ে পড়েছে কোটি কোটি মানুষ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১-দফা নির্দেশনা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। করোনাযুদ্ধে জয়ী হতে আমি দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাই।

গোটা জাতি এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করছে। ২০২১ সালে উদ্‌যাপিত হবে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। দলমত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান দুটির উদ্‌যাপন বাঙালির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’। মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/সুবর্ণা/আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৭**

**মহান বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় **দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

“আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহীদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের-কে, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি’র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি’র ৬-দফা, ঊনসত্তরের ১১-দফা ও গণঅভ্যুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ভূলুণ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

বর্তমান বাংলাদেশ বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশ। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,০৬৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং

-২-

কূটনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক- রেল-নৌ বিমান যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, নারী নির্যাতন ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। আগামী বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবো। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করি। করোনা মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি। মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ*/****জুলফিকার/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা***